

# ধর্ম ও বিজ্ঞান : কোথায় সংঘাত ও কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন ?

## সুরঞ্জিত মুখার্জী

“ধর্ম ও বিজ্ঞান : সংঘাত - সমন্বয়ের রণনীতি - রণকৌশল” শিরোনামে মোঃ জানে আলম সাহেবের লেখাটি পড়ে ভাল লাগল। লেখাটির গুণগত মান অতি সুন্দর এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিচারে বিজ্ঞানকে অত্যাধিক পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে এবং তুলনা করতে গিয়ে ধর্মের তুলোধোনা করা হয়েছে আর বিজ্ঞানকে ধর্মের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ বিজ্ঞান ও ধর্মের এই ধরনের তুলনা এবং এককে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করার আলোচনাগুলি পড়ে আমার মনে হয় কেন রজনীগন্ধা ফুলের সঙ্গে হিমসাগর আমার তুলনা করে বলা হয়না যে আমাটি সুস্বাদু এবং খেলে পেট ভরে কিন্তু রজনীগন্ধা ফুলে কি হয় ? সুগন্ধ ? মানুষের কাছে নেহাৎই নিস্প্রয়োজন। ইতিহাস ও ভূগোলে কেন তুলনা করা হয়না যাতে মানুষকে বোঝানো যায় ভূগোল ইতিহাসের চেয়ে অধিক বাস্তবিক তাই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর কারণ দেশ, ভূখন্ড, পাহাড়, পর্বত পর্যবেক্ষণযোগ্য কিন্তু ইতিহাসের অনেকটাই প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন লিপিবদ্ধ বিবরণীর সাথে (কিছু যৌক্তিক) কল্পনামিশ্রিত। আসলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা হল, প্রাচীন ধর্মের (সং) প্রণেতাদের যদি জানা থাকত যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নামক জ্ঞানের একটি শাখা তৈরী হবে যাতে প্রমাণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে কোন কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করা যাবেনা এবং ভবিষ্যত বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষেরা ধর্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্বকে অবৈজ্ঞানিক ও কেবলমাত্র ভূয়ো বিশ্বাসভিত্তিক আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেবে তাহলে হয়তো তাঁরা অযথা, সৃষ্টি, প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা এবং তার সাথে একটি অতিমানবিক সৃষ্টিকর্তার যোগসূত্র ইত্যাদি বিষয়ে মস্তিস্কব্যায়ে বিরত থাকতেন অথবা মতবাদ প্রেরণে অপেক্ষাকৃত সতর্ক থাকতেন। তবু এগুলি ছাড়াও ধর্মে বহু কিছু আছে যেগুলির মূল্য অবশ্যই বিদ্যমান আর ধর্ম সেগুলির মধ্যে সীমিত থাকলেই হয়ত মঙ্গল হত এবং এই যুক্তিবাদীদের হাতে অযথা নিগৃহীত হতে হত না।

যুক্তিবাদ মানেই ধর্মের বিরোধিতা করা নয় আর খুঁজে খুঁজে ধর্মগ্রন্থগুলির নঞর্থক ও বিভ্রান্তিকর অংশগুলি উদ্ধৃত করে ধর্মকে আমূল মিথ্যা প্রমাণ করা নয়। আমার মতে সং যুক্তিবাদ হল ধর্মের অযৌক্তিক দিক গুলি বর্জন করে তার যুক্তিযুক্ত এবং মানুষের পক্ষে কল্যানকর তত্ত্বগুলি সঠিকভাবে প্রণয়ন করা। অবশ্য তথাকথিত যুক্তিবাদীরা যদি ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে কোনওকিছুই যৌক্তিক খুঁজে না পান তা হলে অবশ্য অন্য কথা। তবে আমার মতে এমন যুক্তিবাদ নিরপেক্ষ নয় আর পক্ষপাতদুষ্ট যুক্তিবাদ ধর্মান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মতো যুক্তিবাদীদের শ্রেণীও অনেক। তাদের কিছুসংখ্যক আছে যাদের কাজ হল ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করে শুধুমাত্র সেগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক, ত্রুটিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর কি কি আছে তা নির্ধারণ করা আর যদি তাতে কিছু সত্যতা থেকে থাকে তা সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে ধর্মকে নিছক একটি বিশ্বাসভিত্তিক সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাত্ত্বিক মতবাদ বলে যুক্তি স্থাপন করা। আরও এক শ্রেণী আছে যারা ঈশ্বরতত্ত্ব ও তাঁহাতে অন্ধ বিশ্বাসই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য এইরূপ ধারণা ব্যক্ত করে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায় বা বা অস্তিত্ব প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ জানায়। ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত অথবা বর্তমান কিছু স্বঘোষিত অলৌকিক শক্তিদর ভন্ড ধর্মব্যবসায়ীদের দাবি মিথ্যা প্রমাণ করার

দায়িত্বশীল যুক্তিবাদীরাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এনারা ভালভাবেই জানেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অলৌকিক শক্তির প্রমাণ কখনই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব ভিত্তিহীন ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে মানবজাতিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে চलो এই হল তাদের উপদেশ। অবশ্য এই শ্রেণী বিভাজন সর্বদা পরস্পর বর্জনকারি না হলেও তাদের ধর্মবিরোধের গন্ডির গুরুত্ব আরোপন অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন। তবে আমার উদ্দেশ্য, সব যুক্তিবাদীদেরই এক পাত্রে ফেলা নয় কারণ আমার দেখা ও জানা এমন যুক্তিবাদীও আছে যারা প্রচলিত ধর্ম, বিশ্বাস, ঈশ্বর ইত্যাদির চরম বিরোধী হয়েও ধর্মের সদগুণ ও জনহিতকর দিকগুলি অস্বীকার করেনা। তবে অবশ্যই তারা এটা মানতে নারাজ যে নৈতিকতার উৎস শুধুমাত্র ধর্ম, সত্য, কারণ বাস্তবে দেখা যায় ধর্মে ঘোর অবিশ্বাসী হয়েও পরম নৈতিক মানুষের সংখ্যা অজস্র। এই অজস্র মানুষেরা আসলে সং আর সত্য হল এই যে ভন্ড ধার্মিকের চেয়ে সং অধার্মিক সহস্রগুণ ভাল। তবু বলব বহু সাধারণ মানুষকে একটি পরিশুদ্ধ ধর্ম যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

অনেক যুক্তিবাদী ধর্মকে তার অপপ্রয়োগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে এবং ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মের সমালোচনা ও নিন্দা করে, ঠিক কিছুটা এইরকম, যেন একটি দাগী আসামীকে আদালতে বিচারকের আসনে বসিয়ে আদালতের বিচার পদ্ধতির সমালোচনা করা। আদালতের বিচারধারার যদি সমালোচনা করতে হয়, আইন শাস্ত্র পড়ব, যতটুকু ভালো স্বীকার করব আর যা অন্যায় ও অসমর্থনীয় সেগুলি নিকৃষ্ট চিহ্নিত করে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করব এবং নিরপেক্ষ চিন্তাশীল মানুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্মতিতে সেটি গ্রাহ্য বা প্রণয়ন করব। আমার মতে এই ভাবেই সমাজের নিয়ম কানুন, আইন, ব্যবস্থা ইত্যাদি স্থাপিত হয়ে এসেছে এবং দায়িত্বশীল বুদ্ধিজীবী নাগরীকদের, ধর্মের ক্ষেত্রেও এই ভূমিকা হওয়া উচিত।

আলম সাহেবের একটি বাক্য বড় অদ্ভুত লাগল, অবশ্য এতে তাঁর বিশেষ কোনও দোষ দেখতে পাইনা কারণ ইদানিং অনেক পাশ্চাত্য যুক্তিবাদীরাও এই ধরনের মত পোষণ করে। তিনি বলছেন “আধুনিক যুগে এমন কোন গৌড়া ধর্মবেত্তা পাওয়া যাবেনা যিনি বিজ্ঞানের আবিষ্কার নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন”। অর্থাৎ ধর্মবেত্তারা চশমা পরলেই প্রযুক্তির ব্যবহার, কারণ এটি বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত; সেইরূপ কাগজ, কলম এমনকি তাঁত, বস্ত্র ইত্যাদিও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত। তবে উক্তিটির উদ্দেশ্য এই প্রযুক্তির ব্যবহারের আপত্তি নয়, বিজ্ঞানের সার্বজনীনতা প্রতীপন্ন করা। কিন্তু পৃথিবীর ধর্মগুলি কেন সার্বজনীন নয়? কোন এক ধর্মের বিশ্বাস অন্য ধর্মের বিশ্বাসকে কারা নাকচ করে দেয়? ওই আদালতের বিচারকের আসনে বসা দাগী আসামীরা? তাছাড়া অন্ধবিশ্বাস সতত অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু ধর্মের মধ্যেও বহু সত্য বিদ্যমান যেগুলি আদৌ অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট নয় এবং এইসব সত্য সব ধর্মগুলিতেই ব্যপ্ত আর সেগুলির সার্বজনীন হতে বাধা কোথায়? আমার জন্ম যে কোন ধর্মেই হোক না কেন, আমি অন্য যে কোন ধর্মের মতবাদের সত্যতা যাচাই করে তা জীবনে প্রয়োগ করে যদি একবার নয় বারবার সুফল পাই, কেন সেই মতবাদপুষ্ট ধর্ম আমার কাছে অম্পৃশ্য থাকবে?

এছাড়া আমার মতে বিশ্বাস এবং অন্ধবিশ্বাস এই শব্দদুটিকে আলাদা করা উচিত কারণ বিশ্বাস মানুষের একটি প্রাথমিক মনন প্রক্রিয়া এবং বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, শিক্ষক, ছাত্র ইত্যাদি সকল শ্রেণীর মানুষই এটি নিরন্তর ব্যবহার করে থাকে। বহু আবিষ্কার যুক্তিসম্মত বিশ্বাস থেকে প্রসূত আর বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত অনেক। অতএব অন্ধবিশ্বাস নয় যুক্তিসম্মত বিশ্বাস দিয়ে কোন কিছুর অনুসন্ধানের সুত্রপাত হতেই পারে তবে পরবর্তি পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ, হয় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাতে পারে নয় বিশ্বাসটি ভ্রান্ত বলে পরিত্যাগ করার ইঙ্গিত দিতে পারে। অর্থাৎ বিজ্ঞান ধর্ম বা যে কোন বিষয়ের সত্য্যন্বেষণে এই প্রক্রিয়া সমান ভাবে কার্যকরি এবং বিশ্বাসের সঠিক প্রয়োগ মানুষকে সত্যের থেকে বিচ্যুত করেনা তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আরও একটি বিষয় আমাকে বিব্রত করে, সেটি হল বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে প্রমাণ করার অথবা আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ধর্মে বহু আগেই নিহিত ছিল এইরূপ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা বা অপচেষ্টা। আমার মনে হয় ধর্মানুরাগী মানুষদের হীনমন্যতাই এর জন্য দায়ী। বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদের আক্রমণের হাত থেকে তাদের ধর্মকে বাঁচাতে গিয়েই তাদের এই অপপ্রয়াস। হয়ত এই পন্থা ধর্মের বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করতে পারে এই ধারণা থেকেই এরূপ আচরণের সূত্রপাত। অত্যন্ত দুঃখজনক। বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম !!! ব্যাপারটা কিছুটা ঐতিহাসিক ভূগোল বা ভৌগলিক ইতিহাস নামক বিষয়ের মতো দাঁড়াবে। কিন্তু বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়গতভাবে ভিন্নরাজ্যের হলেও সত্যানুসন্ধানে তাদের মিলিত ব্যবহার নিষিদ্ধ কেন হবে ? যেমন ভূগোলের বিষয়বস্তু এবং ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানবসৃষ্ট ও স্বতন্ত্র হলেও সত্যান্বেষণের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দুয়েরই প্রয়োজন পড়ে তাই দুটি বিষয়ের সংঘাত আমাদের অনুসন্ধানের পক্ষে নিঃসন্দেহে ঘাতক হতে পারে। অতএব সত্যের অনুসন্ধানে শুধু দুটি নয় বহু বিষয়ের সমন্বয় আবশ্যিক এবং এই সমন্বয়ে, বিষয়গুলিকে মানব চরিত্ররূপ কল্পনা করে পারস্পরিক বিদ্বেষভাবাপন্ন মনোভাব আরোপ করে, দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন খাড়া করলে প্রকৃত সত্যান্বেষী মানুষের সমূহ বিপদ।

বিজ্ঞানের অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ কোন কিছুই সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। অর্থাৎ মানুষের নৈতিকতা সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞানকেও আমাদের সহজ ভাষায় বিজ্ঞান আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু পরিভাষায় বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার তার সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত এবং সেখানে সব বিশেষ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা যাবেনা। যাই হোক এই বিশেষ জ্ঞান যে কোন ভাবে আসতে পারে আর সেজন্য বিজ্ঞানাগারই যে একমাত্র জায়গা তা আমি মনে করিনা।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল বাস্তবিক মানবধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই এবং আপাত সংঘাত হল কৃত্রিম ও কিছু মানুষের মস্তিস্কপ্রসূত ছায়াযুদ্ধের মত। বিজ্ঞান অবশ্যই অনস্বীকার্য কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এবং ইন্দ্রিয়গুলির সম্পর্ক সহজাত ও পরস্পরের পরিপূরক। নিম্নশ্রেণীর জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলেরই জীবনধারণের জন্য এই জগতের বিধি মেনে চলতে বাধ্য এবং মানুষ উন্নততম জীব তাই তার উন্নত জীবনধারণ ও অগ্রগতির জন্য এইসব বিধিনিয়মের অগ্রিম জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু একমাত্র জীব, মননশীল মানুষের ধর্মের প্রয়োজন, কারণ তার কাছে বিজ্ঞানের আওতার বাইরেও এক বিশাল জগৎ বিরাজমান যেখানে মানুষের অনুভূতি, নৈতিকতা, সুখ, দুঃখ, ভালবাসা আবার ক্রোধ, লালসা, হিংসা, কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে এবং সঠিক, সত্য, নিরপেক্ষ বা সার্বজনীন ও কুসংস্কারমুক্ত একটি মানবধর্মই মানুষকে সাহায্য করতে পারে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ধর্মের অনুসরণ ছাড়া মানুষ এই বিশাল জগতের উপর যথার্থ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনা এবং যারা পারে তারা অসাধারণ ও পরম সং ধার্মিকের চেয়ে কিছু কম নয় আর তাদের কোন ধর্মের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মের মূল্য অবশ্যই আছে।

পাঠক যেন এটা না মনে করেন যে আদর্শে ধর্ম কি সেই প্রসঙ্গ ছেড়ে ধর্ম কি হওয়া উচিত তাই নিয়ে আমার আলোচনা, বরং ধর্ম যা হওয়া উচিত ছিল আর কেন তা হয়নি সেই দিকেই আমার দৃষ্টিপাত। ধর্মের মধ্যেই বহু সত্য আছে যা জনসাধারণের হিতকর আবার বহু তত্ত্বও আছে যা অসত্য ভ্রান্ত ও বিপথগামী এবং সময়োপযোগী নয়। সং যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ আমি তাকেই মনে করি যা এই সমস্ত অবাস্তব মতবাদগুলিকে চিহ্নিত করে ধর্মের অপলাপ না করে সেগুলিকে প্রকৃত ধর্মের অন্তরায় বলে প্রতিপন্ন করবে। অপরদিকে ধর্মের যুক্তিসাপেক্ষ ভাল দিকগুলো অবশ্যই স্বীকার করে সেগুলির উপর সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তবে যুক্তিবাদ যদি নিরপেক্ষ হয় ও অন্ধ বিজ্ঞানমনস্ক বা ধর্মান্ধ মৌলবাদ কোনটাই না হয় তবেই সেটা সম্ভব।

বস্তুবাদী বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে এই জগতের সত্যসমষ্টির বড় একটা অংশ কিন্তু তার বাইরেও বিশাল বাকী অংশটিও বিদ্যমান যা বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারেনা এমন নয়, সহজভাবে বলতে গেলে বিজ্ঞানের চর্চার

বিষয়বস্তু নয়। এবং এই সত্যগুলি অনুধাবন করা মানুষের জীবনে নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার, অনুপমানের পর্যবেক্ষণ, গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইতিহাস অনুসন্ধানের চেয়ে কিছু কম জরুরি বলে আমি মনে করিনা।

অতীতে শক্তিদ্বারা অত্যাচারী ধর্মপ্রবর্তকদের দ্বারা তৎকালীন যুক্তিসম্পন্ন, বস্তুবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের নিপীড়ন আর জগৎ সৃষ্টির মতবাদ বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া এবং অনাদিকাল ধরে ও অধুনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপি মৌলবাদজাত সন্ত্রাস, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের দ্বারা আশ্রিত পালিত কোটি কোটি টাকার ধর্মীয় ব্যাবসা ইত্যাদি বিবেকবান মানুষদের চিরকালই বিব্রত করেছে ও এখনও করছে। একটি কারণ হিসাবে আমার মনে হয় এরই ফলস্বরূপ মানুষের প্রতিহিংসাপরায়ণ মন অবচেতনভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাত বাধিয়েছে। বিজ্ঞানকে তার অপব্যবহার থেকে স্বতন্ত্র রেখেছে অথচ ধর্মকে তার অপব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করে ধর্মের মুন্ডপাত করেছে। এ কি ধরনের একপেশে যুক্তিবাদ বা মানবতাবাদ? অপরদিকে একাধারে বিজ্ঞানমনস্ক অথচ ধর্মানুরাগী মানুষেরা বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় ঘটানোর প্রস্তাব দিয়ে থাকেন।

বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় মানুষের করার অপেক্ষায় থাকেনা এই সমন্বয় ওতপ্রত, স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক। আর সমন্বয় শুধু বিজ্ঞান ও ধর্মের কেন, সমগ্র সত্য জ্ঞান আহরনের বিষয়বস্তুর মধ্যেই বর্তমান আর তারা সমষ্টিগতভাবেই বিরাজমান, মানুষ তার অনুসন্ধানগত সুবিধার জন্য এই কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতি একটি সম্পূর্ণ পুস্তক যা বিপুল এবং অনন্ত সত্যের ভান্ডার। প্রকৃতিদত্ত অমোঘ অস্ত্র, যুক্তিবিচারের সঠিক প্রয়োগে সমস্ত অসত্য খন্ডন করে সত্যকে উন্মোচন করাই মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য। এর জন্য বদ্ধ মনে কোন বিষয়কে বাদ দেওয়া যে কোন মানুষের নিজস্ব নির্বাচন এবং হয়ত বহু সত্য অজানা ও অনাবিষ্কৃত রাখা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

তবে বিজ্ঞানই যদি মানুষের জীবন জগতের শেষ কথা হত তবে আইনষ্টাইনের মত বিশ্বেশেষ বিজ্ঞানী পরমানু বিস্ফোরন প্রয়োগের সাফল্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের পনহানীতে মর্মান্বিত না হয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচনাচি করতেন। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক চেতনার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক চেতনার বিকাশেরও প্রয়োজন এবং তা বিজ্ঞান থেকে নয় বরং কিছু অংশে ধর্মের থেকেই সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিক তত্ত্বসমূহ, চমৎকার, পাপ, পুণ্য, ব্যক্তিগত ঈশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির আজগুবি সব গল্প, প্রকৃতির ঘটনাবলীর আবাস্তব এবং উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা, মৌলবাদ ইত্যাদি থেকে ধর্মকে মুক্ত করতে হবে আর স্বার্থান্বেষী, প্রতারক ধর্মপ্রচারকদের অনির্দিষ্টকালীন অবকাশে পাঠাতে হবে।

অনেকে হয়ত মনে করবেন এ আবার কেমন ধর্ম? উপরিউক্ত পদার্থগুলি যদি বাদই গেল তবে ধর্মের রইলটা কি? আবার এই গুণাগুণগুলি ধর্ম থেকে লোপ পেলে বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘাত কি ভাবে সম্ভব আর এইরকম ধর্মকে কি ধর্ম বলা যাবে? আসলে সমস্যাটা ধর্মের নয়, দৃষ্টিভঙ্গির। আমি আবার বলছি, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে থেকেই সম্যক যুক্তি ও বিচারধারা প্রয়োগ করে বহু সত্য অনুধাবনপূর্বক এইরকম একটি সুস্থ মানবধর্ম নিষ্কাশন করা সম্ভব আর এই সত্যগুলির কোনটাই অপরীক্ষিত ও অসার নয়, যে কেউ চাইলেই তাদের সত্যতা যাচাই করতে পারে। বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘাত বাধালেই সমন্বয়ের প্রশ্ন আসবে।

**আশা করব এমন ধর্মের, বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘাত বা সমন্বয়ের কোন প্রশ্নই উঠবেনা।**